১৬/৭/২০০০
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ......

ভোরের কাগজ

পাল্টাপাল্টি জঙ্গি মিছিলে ঢা.বি ক্যাম্পাস উত্তপ্ত

ছাত্রদলের ৭ দিনের আল্টিমেটাম □ ছাত্রলীগের প্রতিরোধের ঘোষণা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদলের পাল্টাপাল্টি জঙ্গি মিছিলে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। গত ১৩ জুলাই সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ছাত্রদল গতকাল প্রথম ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে এবং মিছিল-সমাবেশ করে। সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার দিন মধ্যরাতে ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের হামলার আশঙ্কা করা হলেও গত দুদিন তারা ক্যাম্পাসে কোনো কর্মসূচি দেয়নি।

ছাত্রদল তাদের গতকালের সমাবেশ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরীর অবিলম্বে পদত্যাগ দাবি করে। হলে হলে ছাত্রলীগ কর্মীদের পৃষ্ঠপোষকতা করার অভিযোগ এনে ছাত্রদল তাদের ভাষায় 'দালাল' ভিসির পদত্যাগ দাবি করে। অন্যথায় লাগাতার ধর্মঘট ডেকে বিশ্ববিদ্যালয় অচল করার হুমকি দিয়েছে তারা।

ছাত্রদলের জঙ্গি মিছিলটি কয়েকবার ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে বটতলায় সমাবেশ করে। ছাত্রদলের মিছিল বের হওয়ার কিছু পরেই ছাত্রলীগও বিশাল মিছিল বের করে ক্যাম্পাসে। উভয় দলের জঙ্গি মিছিল চলাকালে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ছাত্রলীগের মিছিলটি বটতলায় ছাত্রদলের সমাবেশস্থল অতিক্রমকালে উভয় দলের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। উভয় দলের মিছিল থেকেই আক্রমণাত্মক স্লোগান উচ্চারিত হয়।

বটতলার সমাবেশে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ তাদের বিতাড়িত সকল নেতাকর্মীকে অবিলম্বে হলে তোলার দাবি জানায়। ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ জানায়, ছাত্রলীগ

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

পাল্টাপাল্টি জঙ্গি মিছিলে ঢা.বি

● প্রথম পাতার পর

সন্ত্রাসীদের অস্ত্রের জবাবে আমরা তাদেরকে গোলাপ ফুল দিয়ে বরণ করবো না। এক সপ্তাহের আল্টিমেটাম দিয়ে ছাত্রদল জানায়, এর মধ্যে সকল ছাত্রদল কর্মীকে হলে তোলার ব্যবস্থা না করলে লাগাতার ধর্মঘট ডেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে দেওয়া হবে। মনির হোসেনের সভাপতিত্বে সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাহাবুদ্দীন লাল্টু, মঞ্জুর এলাহী, এ বি এম মোশাররফ হোসেন প্রমুখ।

এদিকে, ডাকসু ভবনের সামনে আয়োজিত ছাত্রলীগের সমাবেশে বক্তারা বলেন, ছাত্রদলের অস্ত্রের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ খালি হাতে লড়াই করবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হলে হলে ছাত্রলীগ তার কর্মীদের ছাত্রদলের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

যেখানেই ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের দেখা যাবে, সেখানেই তাদের প্রতিরোধের ঘোষণা দেয় ছাত্রলীগ। নেতৃবৃন্দ বলেন, ছাত্রলীগ হচ্ছে মান্দার (কাঁটাযুক্ত) গাছ, এর সঙ্গে যেই 'ঘষাঘষি' করতে আসবে তার রক্ত ঝরবে। বাহাদুর বেপারীর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অজয় কর খোকন, লিয়াকত শিকদার, আনিসুর রহমান প্রমুখ।

এদিকে, ছাত্রলীগ ছাত্রদলের সন্ত্রাসী এবং পুলিশের সৃষ্ট নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির অবসান চেয়ে কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য গতকাল ক্যাম্পাসে মিছিল সমাবেশ করে। মধুর ক্যান্টিনের সামনে অনুষ্ঠেয় সমাবেশে বক্তারা বলেন, একদিকে ছাত্রলীগের দখলদারিত্ব বহাল রাখার ও অন্যদিকে ছাত্রদলের দখলের রণপ্রস্তুতিতে ক্যাম্পাসে আতঙ্কজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, গেটে গেটে অস্ত্র তল্লাশির নামে ছাত্র-শিক্ষক হয়রানি এবং অশোভন ব্যবহার করলেও পুলিশ হলে অবস্থানরত ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব।

এদিকে গত দুদিনের মতো আজো বিশ্ববিদ্যালয় এবং হলগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি অনেক কম ছিল। হল থেকে চলে যাওয়া ছাত্ররা এখনো হলে ফেরেনি। ক্লাসগুলোতে ছাত্রছাত্রী উপস্থিতি সংখ্যা কম থাকায় গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকই ক্লাস নেননি।